সমকাল
11 JUL 2020

বস্ত্র খাতে লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

গত সপ্তাহের পাঁচ কার্যদিবসে দেশের পুঁজিবাজারে সূচক ও লেনদেনে ঊর্ধ্বমুখিতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এ সময় প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সার্বিক সূচক ডিএসইএক্স বেড়েছে ১ শতাংশ। পাশাপাশি এক্সচেঞ্জটির লেনদেন হয়েছে ৬ হাজার ৯১৯ কোটি টাকার। বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বাড়ার কারণে গত সপ্তাহে বস্ত্র খাতে গড়ে প্রায় ২৫৪ কোটি টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে, যা পুঁজিবাজারের মোট লেনদেনের ১৮ শতাংশ। দেশের আরেক পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) গত সপ্তাহে সূচক ও লেনদেন বেড়েছে।

বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত সপ্তাহে প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সার্বিক সূচক ডিএসইএক্স আগের সপ্তাহের তুলনায় ৬০ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৮০৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচিত কোম্পানির সূচক ডিএস-৩০ সপ্তাহের ব্যবধানে ১৬ পয়েন্ট বেড়ে ২ হাজার ১৭৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, আগের সপ্তাহ শেষে যা ছিল ২ হাজার ১৬২ পয়েন্ট। শরিয়াহ সূচক ডিএসইএস গত সপ্তাহে ২০ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ১৮৯ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, আগের সপ্তাহ শেষে যা ছিল ১ হাজার ১৬৯ পয়েন্ট।

ডিএসইতে গত সপ্তাহে মোট ৩৮৮টি কোম্পানি, মিউচুয়াল ফান্ড ও করপোরেট বন্ডের লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে দর বেড়েছে ২৫১টির, কমেছে ১২২টির ও অপরিবর্তিত ছিল ১৫টির। আর লেনদেন হয়নি ২৪টির। গত সপ্তাহে সূচকের উত্থানে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস, ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট, শার্প ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন ও জিপিএইচ ইস্পাতের শেয়ার।

ডিএসইতে গত সপ্তাহে দৈনিক গড়ে ১ হাজার ৩৮৩ কোটি ৮৫ লাখ ৫০ হাজার টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে, আগের সপ্তাহে যা ছিল ১ হাজার ৪৩৩ কোটি ৯৪ লাখ টাকা। সে হিসাবে এক সপ্তাহের ব্যবধানে এক্সচেঞ্জটির দৈনিক গড় লেনদেন কমেছে ৩ দশমিক ৪৯ শতাংশ।

খাতভিত্তিক লেনদেনে গত সপ্তাহে বস্ত্র খাতের শেয়ারের আধিপত্য ছিল। লেনদেনচিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত সপ্তাহে ডিএসইর মোট লেনদেনের ১৮ দশমিক ৩ শতাংশ দখলে নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে বস্ত্র খাত। ১১ দশমিক ৯ শতাংশ লেনদেনের ভিত্তিতে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল সাধারণ বীমা খাত। তৃতীয় অবস্থানে থাকা ওষুধ খাতের দখলে ছিল লেনদেনের ১০ দশমিক ১ শতাংশ। প্রকৌশল খাত ৯ দশমিক ৪ শতাংশ লেনদেনের ভিত্তিতে তালিকার চতুর্থ অবস্থানে ছিল। আর পঞ্চম অবস্থানে থাকা তথ্যপ্রযুক্তি খাতের দখলে ছিল মোট লেনদেনের ৭ দশমিক ১ শতাংশ।

ডিএসইতে গত সপ্তাহে সবচেয়ে বেশি ১২ দশমিক ৩ শতাংশ ইতিবাচক রিটার্ন এসেছে ভ্রমণ খাতে। এছাড়া পাট খাতে ৬ দশমিক ৩ শতাংশ, মিউচুয়াল ফান্ড খাতে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ৫ দশমিক ২ শতাংশ এবং বস্ত্র খাতে ৪ দশমিক ১ শতাংশ ইতিবাচক রিটার্ন এসেছে। গত সপ্তাহে নেতিবাচক রিটার্ন এসেছে একমাত্র ব্যাংক খাতে দশমিক ৭ শতাংশ।

> গত সপ্তাহে প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সার্বিক সূচক ডিএসইএক্স আগের সপ্তাহের তুলনায় ৬০ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৮০৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে

সিএসইতে গত সপ্তাহে সার্বিক সূচক সিএএসপিআই দশমিক ৭০ শতাংশ বেড়ে ১৫ হাজার ৫১৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, আগের সপ্তাহে যা ছিল ১৫ হাজার ৪০৭ পয়েন্ট। সিএসসিএক্স সূচকটি সপ্তাহের ব্যবধানে দশমিক ৬০ শতাংশ বেড়ে ৯ হাজার ৭৯৩ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, আগের সপ্তাহে যা ছিল ৯ হাজার ৪৩৭ পয়েন্ট।

সিএসইতে গত সপ্তাহে ১৯০ কোটি টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে, আগের সপ্তাহে যা ছিল ১৭১ কোটি টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে সিএসইতে লেনদেন হওয়া ২৪৭টি কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ১২৫টির, কমেছে ৯১টির আর অপরিবর্তিত ছিল ৩১টির বাজারদর।

প্রথম আলো

11 JUL

শুল্কমুক্ত সুবিধায় আগ্রহ কম

রপ্তানির কাঁচামাল আমদানি

ব্যাংক নিশ্চয়তার বিপরীতে শুল্ক-কর ছাড়া কাঁচামাল আনার সুবিধা নিশ্চিত করতে গত সেপ্টেম্বরে প্রজ্ঞাপন জারি করে এনবিআর।

- ব্যবসায়ীদের মতে, শর্তগুলো কঠোর; আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, একাধিক অনুমতি ও অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে সুবিধাটি অকার্যকর।
- এনবিআর বলছে, ব্যবসায়ীদের সমস্যা থাকলে পুনর্বিবেচনার সুযোগ রয়েছে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

পণ্য রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনতে গত সেপ্টেম্বরে বন্ড লাইসেন্স ছাড়া ব্যাংক গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তার বিপরীতে শুল্ক-কর ছাড়া কাঁচামাল আমদানির সুযোগ দেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। তবে নিয়মের কড়াকড়িতে সুবিধাটি নিতে খুব বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে না রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো। ফলে সরকারের উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। রপ্তানিও বাড়ছে না।

একাধিক রপ্তানিকারক বলছেন, ব্যাংক নিশ্চয়তার বিপরীতে শুল্ক-কর ছাড়া কাঁচামাল আমদানির সুযোগ দেওয়া হলেও এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা রেখে দিয়েছে এনবিআর। সে কারণে বাড়তি সময় ও অর্থ খরচের পাশাপাশি হয়রানির আশঙ্কায় ব্যবসায়ীরা এ সুবিধা নিতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।

এদিকে ব্যবসায়ীরা খুব বেশি আগ্রহ না দেখালেও এ সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী নতুন করে মোটরসাইকেল, স্পিডবোট, মৎস্য প্রক্রিয়াজাত, হস্তশিল্পপণ্য, বহুমুখী পাটজাত পণ্য, ডায়াপার ও স্যানিটারি ন্যাপকিন, ক্রোকারিজ, তাঁবু, রিসাইকেলড কটন ব্যাগ এবং টেরিটাওয়েল খাতে বন্ড লাইসেন্স ছাড়া শুধু ব্যাংক নিশ্চয়তার বিপরীতে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ বিস্তৃত করেছেন।

গত সেপ্টেম্বরে রপ্তানি খাতের জন্য এ সুবিধা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে এনবিআর। তাতে বলা হয়, শুল্কমুক্ত এ সুবিধা গ্রহণের জন্য কাঁচামাল আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে আমদানি করা পণ্যের ওপর কাস্টমসের পক্ষ থেকে নিরূপিত শুল্ক-করের সমপরিমাণ অর্থের ব্যাংক নিশ্চয়তা জমা দিতে হবে।

জানতে চাইলে ফুটওয়্যার, লেদারগুডস অ্যান্ড অ্যাকসেসরিজ এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (এফএলএএক্সএ) সহসভাপতি নাছির খান *প্রথম আলো*কে বলেন, সরকার যে সুবিধা দিয়েছে, সেটি কাজে লাগাতে হলে কাঁচামাল আমদানির আগে ও পরে একাধিক অনুমতি নিতে হবে। শুরুতে কাঁচামাল আমদানির আগে একবার অনুমতি নিতে হবে। আবার আমদানির পর ব্যাংক নিশ্চয়তার অর্থ ছাড় করতেও অনুমতি লাগবে। এই আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সুবিধাটি কোনো কাজে লাগছে না। সুবিধাটি কার্যকর করতে হলে মূল্য সংযোজন পদ্ধতিতে যেতে হবে। ১০০ মার্কিন ডলারের কাঁচামাল আমদানি করলে ১২০-১৩০ ডলারের রপ্তানি করতে হবে—এমন শর্তে শুল্কমুক্ত সুবিধায় কাঁচামাল আমদানির সুযোগ দিতে হবে। চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, জাপানে এ ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

> **“সরকার যে সুবিধা দিয়েছে, সেটি কাজে লাগাতে হলে কাঁচামাল আমদানির আগে ও পরে একাধিক অনুমতি নিতে হবে।...এই আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সুবিধাটি কোনো কাজে লাগছে না।**
>
> **নাছির খান**, সহসভাপতি, এফএলএএক্সএ

সদ্য বিদায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ৪৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি তার আগের বছরের তুলনায় দশমিক ৫৮ শতাংশ কম। সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, প্রকৌশলপণ্য ও হিমায়িত পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হলেও তৈরি পোশাক ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্যের রপ্তানি কমেছে।

কেন সুবিধাটি নিচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা

এনবিআরের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, রপ্তানির ক্রয়াদেশ পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ওপর প্রযোজ্য শুল্ক-করের সমপরিমাণ অর্থ ব্যাংক নিশ্চয়তার মাধ্যমে কাস্টম হাউস বা স্টেশনে জমা দিতে হবে। প্রতি একক পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের তালিকা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের কমিশনারের কাছে দাখিল করতে হবে। কমিশনার সেটি যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সব ব্যয় আমদানিকারককে বহন করতে হবে। এরপর কমিশনার অনুমতিপত্র দিলে কাঁচামাল আমদানি করা যাবে। তারপর পণ্য রপ্তানির পর কমিশনারের ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ব্যাংক নিশ্চয়তার অর্থ ছাড় হবে।

প্রজ্ঞাপন জারির সময় এনবিআর আশা প্রকাশ করে বলেছিল, বন্ড লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও শুল্কমুক্ত সুবিধায় পণ্য আমদানির সুযোগ দেওয়ার ফলে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদন সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারবে।

আসবাব খাতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হাতিলের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম এইচ রহমান বলেন, ‘সরকারের পক্ষ থেকে যে সুবিধা দেওয়া হয়েছে, সেখানে কারিগরি কিছু সমস্যা রয়েছে। ক্রয়াদেশ পাওয়ার পর অনুমতি নিয়ে কাঁচামাল আমদানি করতে হবে। আমাদের খাতে ১২-২০-২৫ হাজার ডলারের ছোট ছোট ক্রয়াদেশ আসে। ফলে বারবার অনুমতি নেওয়া খুবই কঠিন। আবার আসবাবের জন্য প্রয়োজনীয় লেকার ও বোর্ড আমদানিতে এ সুযোগ নেই। ফলে আমরা এ সুবিধার আওতায় কাঁচামাল আমদানির পথে যাইনি।’

সেলিম এইচ রহমান বলেন, রপ্তানিকারকদের আগে সহজে আমদানির এ সুযোগ দিতে হবে। তারপর কোথাও কোনো নিয়মের ব্যত্যয় হলে শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু সুবিধা দেওয়ার আগেই হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে। এ কারণে বাস্তবে এ ধরনের সুবিধা কাজে লাগছে না।

এ বিষয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনবিআরের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে বলেন, গত সেপ্টেম্বরে চালু হওয়ার পর অল্প কিছু প্রতিষ্ঠান সুবিধাটি নিয়েছে। যে বিধান করা হয়েছে, তাতে প্রকৃত ব্যবসায়ীরা যদি কোনো সমস্যায় পড়েন, তাহলে তা পুনর্বিবেচনার সুযোগ আছে।

প্রথম আলো

11 JUL 2026

বস্ত্র খাতে নগদ সহায়তা বাড়িয়ে ৫% করা হলো

রপ্তানি খাত

আড়াই বছর আগে স্থানীয় সুতা ব্যবহার করে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ৪ শতাংশ নগদ সহায়তা দেওয়া হতো।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বস্ত্র খাতের ব্যবসায়ীদের দাবির মুখে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্পে দেশি সুতা বা কাপড় ব্যবহারে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র-ব্যাকের পরিবর্তে বিকল্প নগদ সহায়তার হার দেড় শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করেছে সরকার। যেসব তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সুতা ব্যবহার করবেন, তাঁরাই বাড়তি এই নগদ সহায়তা পাবেন।

অর্থ মন্ত্রণালয় গত বৃহস্পতিবার এ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কাছে একটি নির্দেশনা পাঠিয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের গত ২৩ ডিসেম্বরের এক চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশনা জারি করা হয়। নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, রপ্তানিকারকদের প্রণোদনা নেওয়ার আগে দেশীয় উৎস থেকে সুতা বা কাপড় সংগ্রহের প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে। সুবিধাটি ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা গতকাল শুক্রবার *প্রথম আলোকে* জানান, বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে বস্ত্র খাতের জন্য চূড়ান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করবে।

বস্ত্রকলমালিকদের সংগঠন বিটিএমইএর সভাপতি শওকত আজিজ রাসেলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনবিআর ভবনে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তাঁরা দেশি সুতা ব্যবহার উৎসাহিত করতে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের জন্য নগদ সহায়তা দেড় শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করাসহ ছয় দফা দাবি জানান।

জানা গেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেই ব্যবসায়ে টিকে থাকতে নগদ সহায়তা বৃদ্ধির দাবি করেছিলেন বস্ত্রকলমালিকেরা। আলাপ-আলোচনার পর নীতিগতভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছালেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি সেই সরকার। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার গঠন করলে তাদের কাছে বিটিএমএর নেতারা দেনদরবার শুরু করেন। সম্প্রতি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সবুজ সংকেত দেন। তারপরই মূলত বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশনা পাঠাল অর্থ মন্ত্রণালয়।

আড়াই বছর আগে স্থানীয় সুতা ব্যবহার করে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ৪ শতাংশ নগদ সহায়তা দেওয়া হতো। তবে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে তা কমিয়ে ৩ শতাংশ করা হয়। ছয় মাসে সেই সহায়তা কমিয়ে দেড় শতাংশ করা হয়। এই সহায়তার ওপর আবার ৫ শতাংশ করও দিতে হয় রপ্তানিকারকদের। এর পর থেকেই সুতা আমদানি বাড়তে থাকে।

> **প্রণোদনা ৫ শতাংশ হওয়ায় আমদানি করা সুতার সঙ্গে দেশীয় সুতার দামের পার্থক্য কমবে। তাতে মিলগুলোর ক্রয়াদেশ বাড়বে।**
>
> **মোহাম্মদ খোরশেদ আলম,** পরিচালক, বিটিএমএ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্যানুযায়ী, গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৪ হাজার ৪১০ কোটি টাকার সুতা আমদানি হয়েছিল, যা পরের অর্থবছরে বেড়ে ২১ হাজার ১৪২ কোটি টাকায় ওঠে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৬ হাজার ৭০০ কোটি টাকার সুতা আমদানি হয়, যার বড় অংশই ভারতীয়।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম গতকাল বিকেলে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'যখন ৫ শতাংশ নগদ সহায়তা ছিল, তখন আমদানি ও দেশীয় সুতার মধ্যে দামের পার্থক্য ছিল কেজিপ্রতি ১০-১৫ সেন্ট। যেহেতু সুতা দ্রুত পাওয়া যায় এবং পরিবহন খরচ কম, সেহেতু আমরা দেশীয় সুতাই ব্যবহার করতাম। তবে নগদ সহায়তা কমানোর পর দামের পার্থক্য ৪০ সেন্টে গিয়ে পৌঁছায়। সে জন্যই সুতা আমদানি বাড়তে থাকে। এখন নগদ সহায়তা বৃদ্ধির কারণে দেশীয় সুতার বিক্রি বাড়বে।

বিটিএমএর হিসাবে, দেশে বর্তমানে ১ হাজার ৮০০-এর বেশি টেক্সটাইল মিল রয়েছে। এর মধ্যে স্পিনিং মিল বা সুতার কল ৫২৭টি। খাতটিতে মোট বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ২ হাজার ৩০০ কোটি মার্কিন ডলার। নিট পোশাকশিল্পের ৮০ শতাংশ এবং ওভেন পোশাকের প্রায় ৪০ শতাংশ সুতা সরবরাহ করে স্থানীয় মিলগুলো।

একাধিক বস্ত্রকলমালিক বলেন, দেড় শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশ নগদ সহায়তা দিলে সরকারের প্রায় ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা খরচ হবে বছরে। তবে দেশীয় সুতার ব্যবহার বাড়লে কর ও শুল্ক বাবদই সরকারের আয় কয়েক গুণ বেশি হবে। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি খাতের চাহিদা মেটাতে বছরে ৪২০ কোটি কেজি সুতার প্রয়োজন হয়। তার মধ্যে দেশীয় স্পিনিং মিলগুলো সরবরাহ করে ৩০০ কোটি কেজি।

বিটিএমএর পরিচালক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রণোদনা ৫ শতাংশ হওয়ায় আমদানি করা সুতার সঙ্গে দেশীয় সুতার দামের পার্থক্য কমবে। তাতে মিলগুলোর ক্রয়াদেশ বাড়বে। যদিও ইরান যুদ্ধের কারণে কয়েক মাস ধরে বিশ্বজুড়ে তৈরি পোশাকের চাহিদা কিছুটা কমেছে।

এক প্রশ্নের জবাবে মোহাম্মদ খোরশেদ আলম বলেন, সুতার মূল কাঁচামাল তুলা ও জ্বালানি। কয়েক বছর ধরে গ্যাস-সংকটে ভুগছে সুতাকলগুলো। চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি সরবরাহেও সরকারের কার্যকর উদ্যোগ লাগবে। অন্যথায় পুরোপুরি সুফল মিলবে না।

The Business Standard
11 JUL 2026

Vegetable exports fail to grow due to weak diversification of basket and market

EXPORT - BANGLADESH

SHOUMIK AHMMED ANIK

Bangladesh's vegetable exports rebounded in FY26, but it remains below the export earnings it achieved a decade ago, exposing persistent weaknesses in diversification of both market and products, food-safety compliance and logistics.

Export Promotion Bureau data show that vegetable exports earned $88.88 million in FY26, up 9.57% from $81.12 million a year earlier. But this is $14.36 million below the $103.24 million earned in FY15.

The gap is striking because vegetable production and domestic consumption have expanded sharply over the past decade. The question, therefore, is not whether Bangladesh can produce more vegetables, but why it has failed to translate that capacity into sustained export growth.

GM Monirul Alam, a teacher of Gazipur Agricultural University's Agribusiness department, said vegetables have become a profitable short-duration crop, encouraging farmers to expand production as domestic demand has also grown.

"The real question is not why production has increased, but why exports have failed to keep pace," he said.

The exports remain heavily dependent on expatriate consumers in the Middle East, Europe and other markets with sizeable Bangladeshi and South Asian communities, he said. Gourds, brinjal, chilies, beans, and leafy vegetables are largely sold through ethnic shops rather than mainstream supermarkets.

"Our export market has largely grown alongside the expatriate population. At the same time, we have failed to diversify into new international consumer markets," he said.

There is demand in international markets for products such as cherry tomatoes and specialty vegetables, but the export basket remains insufficiently diversified, Monirul said.

Md Hafizur Rahman, secretary of the Bangladesh Fruits, Vegetables, and Allied Products Exporters' Association, said the FY26 increase was not driven mainly by stable domestic prices or a major expansion of sea freight.

He attributed the increase mainly to exporters' initiatives and support from the Department of Agricultural Extension, including the Plant Quarantine Wing, as well as the agriculture and commerce ministries.

"There has always been demand for Bangladeshi agricultural products abroad, but our exports remain far below actual demand," he said.

Sea freight remains limited because fresh vegetables and fruits are highly perishable. Small volumes of cabbage, cauliflower and carrots are shipped to Malaysia, while potatoes are exported to Sri Lanka. Although cheaper, air cargo's long transit times make it the main option for most fresh produce.

The main constraints begin at the farm level.

Md Farhad Hossain, managing director of Trade Fusion Ltd,

SEE PAGE 4 COL 1

CONTINUED FROM PAGE 3

which exports potatoes and other fresh produce, said farmers often lack awareness of international production and harvesting standards.

Citing weak control of chemical residues, limited automated grading facilities and inadequate knowledge of export-quality potato production

teacher Monirul said compliance with good agricultural practices, traceability and maximum residue limits are now essential for entering high-value markets.

"Many farmers harvest vegetables immediately after applying pesticides without observing the required pre-harvest interval," he said. "This can result

America are about 30% higher than those of neighbouring competitors.

He called for freight charges to be aligned with regional competitors and said transport subsidies could help narrow the gap.

Monirul also identified sanitary and phytosanitary compliance, traceability and costly imported packaging materials as major barriers to entering

EXPORT – BANGLADESH

SHOUMIK AHMMED ANIK

Bangladesh's vegetable exports rebounded in FY26, but it remains below the export earnings it achieved a decade ago, exposing persistent weaknesses in diversification of both market and products, food-safety compliance and logistics.

Export Promotion Bureau data show that vegetable exports earned $88.88 million in FY26, up 9.57% from $81.12 million a year earlier. But this is $14.36 million below the $103.24 million earned in FY15.

The gap is striking because vegetable production and domestic consumption have expanded sharply over the past decade. The question, therefore, is not whether Bangladesh can produce more vegetables, but why it has failed to translate that capacity into sustained export growth.

GM Monirul Alam, a teacher of Gazipur Agricultural University's Agribusiness department, said vegetables have become a profitable short-duration crop, encouraging farmers to expand production as domestic demand has also grown.

"The real question is not why production has increased, but why exports have failed to keep pace," he said.

The exports remain heavily dependent on expatriate consumers in the Middle East, Europe and other markets with sizeable Bangladeshi and South Asian communities, he said. Gourds, brinjal, chilies, beans, and leafy vegetables are largely sold through ethnic shops rather than mainstream supermarkets.

"Our export market has largely grown alongside the expatriate population. At the same time, we have failed to diversify into new international consumer markets," he said.

There is demand in international markets for products such as cherry tomatoes and specialty vegetables, but the export basket remains insufficiently diversified, Monirul said.

Md Hafizur Rahman, secretary of the Bangladesh Fruits, Vegetables, and Allied Products Exporters' Association, said the FY26 increase was not driven mainly by stable domestic prices or a major expansion of sea freight.

He attributed the increase mainly to exporters' initiatives and support from the Department of Agricultural Extension, including the Plant Quarantine Wing, as well as the agriculture and commerce ministries.

"There has always been demand for Bangladeshi agricultural products abroad, but our exports remain far below actual demand," he said.

Sea freight remains limited because fresh vegetables and fruits are highly perishable. Small volumes of cabbage, cauliflower and carrots are shipped to Malaysia, while potatoes are exported to Sri Lanka. Although cheaper, air cargo's long transit times make it the main option for most fresh produce.

The main constraints begin at the farm level.

Md Farhad Hossain, managing director of Trade Fusion Ltd, SEE PAGE 4 COL 1

CONTINUED FROM PAGE 3

which exports potatoes and other fresh produce, said farmers often lack awareness of international production and harvesting standards.

Citing weak control of chemical residues, limited automated grading facilities and inadequate knowledge of export-quality potato production as key procurement challenges, he said shortages of modern cold storage, difficulties in maintaining quality during transport and high costs for international-standard packaging add to exporters' costs.

Exporters usually buy through traders and aggregators instead of organised farmer groups. Produce from several farms is often mixed before reaching packing houses, making it difficult to verify pesticide use, fertilizer application, and harvesting dates.

Gazipur Agricultural University teacher Monirul said compliance with good agricultural practices, traceability and maximum residue limits are now essential for entering high-value markets.

"Many farmers harvest vegetables immediately after applying pesticides without observing the required pre-harvest interval," he said. "This can result in excessive chemical residues that exceed internationally accepted limits."

Farmers often do not keep records of pesticide or fertilizer use, making traceability nearly impossible. Small-scale farming and rising pest attacks linked to climate change have further encouraged indiscriminate pesticide use, he said, adding that the shortage of laboratories and the high cost of testing are another major bottleneck.

The expert said freight charges for fresh vegetables and fruits sent from Bangladesh to Europe and North America are about 30% higher than those of neighbouring competitors.

He called for freight charges to be aligned with regional competitors and said transport subsidies could help narrow the gap.

Monirul also identified sanitary and phytosanitary compliance, traceability and costly imported packaging materials as major barriers to entering mainstream supermarkets.

Exporters are concerned about the future of government cash assistance.

Regarding this, he said its withdrawal could leave many small and medium exporters facing serious losses or closure.

He suggested retaining cash assistance at least at its previous 20% level while offering duty-free import facilities for packaging materials, incentives for cold-chain investment and support for air transport.

The Financial Express
11 JUL 2026

RMG cash incentives redoubled for spinning mills' revival

Greater use of local yarn, fabrics among prerequisites

JASIM UDDIN

Cash incentives for Bangladesh's export-oriented ready-made garment (RMG) manufacturers have been redoubled to 5.0 per cent from 1.5 per cent for resuscitating struggling spinning industry through greater use of locally produced yarns and fabrics.

The Finance Division issued on July 9 a notification making the revised incentive package effective retrospectively from July 1, 2026.

The move came hours after Finance Minister Amir Khosru Mahmud Chowdhury met leaders of Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), led by its president Showkat Aziz Russell, at the National Board of Revenue (NBR) headquarters.

Under the new policy, garment exporters will be eligible for the cash incentives only if they can submit documentary evidence that they procured yarn, fabrics or other raw materials from domestic producers before exporting their products.

The notification says, "The existing cash-incentive rate has been increased from 1.5 per cent to 5.0 per cent," subject to the use of locally sourced raw materials.

The decision marks a significant policy reversal after the government slashed the incentives from 4.0 per cent to 1.5 per cent in 2024 as part of preparation for Bangladesh's graduation from the least-developed country (LDC) status.

The cutbacks sharply reduced the competitiveness of local spinning mills, which were already grappling with high gas prices, energy shortages, expensive bank loans and weak global demand. At the same time, imports of cheaper yarn-mainly from India-continued to rise, squeezing domestic producers.

Textile mill owners say the higher cash incentives would make locally produced yarn more price-competitive against imported alternatives, particularly from India, which currently accounts for nearly 95 per cent of Bangladesh's yarn imports.

They expect the measure to help revive idle capacity, protect investments and preserve thousands of jobs in the country's textile value chain.

According to BTMA, Bangladesh imported yarn worth about Tk 260 billion in FY25 despite having sufficient local production capacity.

Welcoming the decision, BTMA President Showkat Aziz Russell has said the higher incentives would significantly narrow the price gap between imported and locally produced yarns and help restore demand for domestic mills.

"This is a timely and positive decision. It will encourage garment exporters to source more yarn and fabrics locally, strengthening the country's backward-linkage industry."

"We have demanded this since the tenure of the interim government. Had the decision been taken then, more than 200 textile mills might not have shut down over the past two years."

Russell also stresses that strict monitoring would be essential to ensure exporters actually purchase from local mills instead of claiming the incentives while relying on imported inputs.

Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) President Mohammad Hatem also welcomes the measure but cautions that incentives alone would not restore competitiveness.

"The incentive will certainly help increase local sourcing, but the industry also needs uninterrupted gas and electricity supplies and lower financing costs."

Industry leaders say the enhanced support is expected to boost domestic value addition, reduce dependence on imported textile inputs and strengthen Bangladesh's apparel-supply chain ahead of LDC graduation.

BTMA data show Bangladesh has more than 1,800 textile mills, including 527 spinning mills, with total investments of around $23 billion.

The industry is capable of meeting the country's entire demand for cotton yarn and around 60 per cent of non-cotton yarn demand, but many mills have been operating far below capacity because of weak demand from local garment exporters.

newsmanjasi@gmail.com